উপস্থিত ঃ- মোঃ হাসান জামান ,সিনিয়র সহকারী জজ,
সিনিয়র সহকারী জজ , ২য় আদালত, পটিয়া চট্টগ্রাম।

আদেশনং-
তারিখ- ০৩/০৪/২৪

অদ্য নিষেধাজ্ঞা দরখাস্ত ও আপত্তি শুনানীর জন্য দিন ধার্য আছে।

বাদী ও বিবাদী উভয়পক্ষ হাজিরা দাখিল করেন। নথি নিষেধাজ্ঞা বিষয়ে শুনানীর জন্য লওয়া হইল।

নিষেধাজ্ঞা বিষয়ে উভয়পক্ষের বিজ্ঞ কৌসুলি কে শ্রবন করলাম। দাখিলী কাগজাদি পর্যালোচনা করলাম। অতপর নথি আদেশের জন্য নেওয়া হলো।

বাদী/দরখাস্তকারী পক্ষের কেস সংক্ষেপে এই, নালিশী তফসিলোক্ত পি এস $\frac{১৬৭০}{১৬৩৫}$ নং খতিয়ানের সামিল বি এস ৬০৬ নং খতিয়ানের বি এস ২২৫৭ দাগের ৭৪ শতক ভূমির মালিক শিকলবাহা অহিদিয়া ফাজিল (ডিগ্রী) মাদ্রাসা প্রকাশ শিকলবাহা সিনিয়র মাদ্রাসা হয়। উক্ত বাদী/ মাদ্রাসা পি এস জরিপ হতে ধারাবাহিকভাবে অদ্য পর্যন্ত নিয়মিত খাজানাদি পরিশোধক্রমে ভোগদখলে নিয়ত আছে। নালিশী পুকুর ভূমিকে মাটি ভরাটক্রমে বর্তমানে মাদ্রাসার মাঠ হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। সম্প্রতি ১-৩ নং বিবাদী নালিশী ভূমি কোন প্রকার নোটিশ বা একোয়ার ছাড়াই উহা খনন পূর্বক গভীর গর্ত করার এবং তথায় পাইপ লাইন বসানোর চেষ্টা করিতেছে। নালিশী ভূমিতে গভীর গর্ত করিলে মাদ্রাসা ভবন ভাঙ্গিয়া পড়ার সমূহ সম্ভাবনা রহিয়াছে। উক্ত প্রেক্ষিতে ১-৩ নং বিবাদীগণ যাহাতে তফসিলোক্ত ভূমিতে বাদীর শান্তিপূর্ণ ভোগদখলে বিঘ্ন সৃষ্টি বা তথায় অবকাঠামো নির্মান বা কোন ধরনে পাইপ লাইন বসাতে না পারে তজ্জন্য উক্ত বিবাদীগনের বিরুদ্ধে অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার প্রার্থনা করেন।

দরখাস্তকারীপক্ষের বক্তব্য অস্বীকারপূর্বক ১/২ নং বিবাদী/প্রতিপক্ষ লিখিত আপত্তি দাখিল করেছেন। ১/২ নং বিবাদী চট্টগ্রাম ওয়াসা (চট্টগ্রাম পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কর্তৃপক্ষ) হয়। লিখিত আপত্তির মূল বক্তব্য এই যে, নালিশী বি এস ২২৫৭ নং দাগের ভূমি চট্টগ্রাম জেলা পরিষদের ভূমি, যাহা জেলা পরিষদ দীর্ঘদিন যাবত দখল করে আসিতেছে। চট্টগ্রাম ওয়াসা দক্ষিন চট্টগ্রামের কর্নফুলী আবাসিক এলাকা সহ বোয়ালখালী, আনোয়ারা, পটিয়া ও কর্নফুলী উপজেলায় পানি সরবরাহের স্বার্থে ভাঙ্গাল জুড়ি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে যার ব্যায় ধরা হয়েছে ১০৩৬৩০.৩০

লক্ষ (এক হাজার ছত্রিশ কোটি ত্রিশ লক্ষ ত্রিশ হাজার) টাকা। যাহার মধ্যে জিওবি ২৬১৬৪.৩০ লক্ষ, বৈদেশিক সাহায্য বাবদ কোরিয়া ইউনিএফ লোন-৭৫৪৬৬.৩০ লক্ষ টাকা এবং চট্টগ্রাম ওয়াসার নিজস্ব ২০০০.০০ লক্ষ অর্থায়নের সিদ্ধান্ত রয়েছে। ইতোমধ্যে প্রকল্প ব্যায় পুনরায় বর্ধিত করা হয়েছে। ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান Taexoung Engineering and Construction Co. Ltd প্রকল্প বাস্তবায়নের দায়িত্ব পায় এবং এ বিষয়ে ওয়াসা ও ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের সহিত চুক্তি হয়। কাজ চলাবস্থায় শিকলবাহা মৌজার ২২৫৭ দাগের ভুমি জেলা পরিষদের ভুমি হওয়ায় বিবাদী ওয়াসা জেলা পরিষদের নিকট হতে উক্ত ভুমির মূল্য বাবদ ৩,২৬,৮৭৫/- টাকা পরিশোধক্রমে ০৫/০১/২০২৩ ইং তারিখে অস্থায়ী লীজ গ্রহন করেন। ১৪/১১/২০২৩ ইং তারিখ হতে জেলা পরিষদ কর্তৃক উক্ত পুকুর টি সাময়িকভাবে ভরাট এবং কাজশেষে পুকুরটি পুনরায় খনন করার শর্তে ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করা হয়। অনুমতি প্রাপ্তির পর ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান পাইপ লাইন সংযোগের কাজ শুরু করেন। মূলত সরকারের এসডিজি ৬ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে সকল নাগারিকের জন্য নিরাপদ ও সুপেয় পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তথা দক্ষিন চট্টগ্রামে বসবাসকারী সুবিশাল জনগনের নিরবিচ্ছিন্ন পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য চট্টগ্রাম ওয়াসা কর্তৃক অত্র প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ মূহুর্তে পাইপ লাইনের উক্ত চলমান কাজ বন্ধ করা হলে প্রকল্প বাস্তবায়ন পিছিয়ে পড়বে এবং দক্ষিন চট্টগ্রামের বিশাল জনগোষ্ঠী সুপেয় পানি সরবরাহ হতে বঞ্চিত হইবে। নালিশী তফসিলোক্ত জায়গাতে বাদীর কোন স্বত্ব স্বার্থ নেই। সুতরাং নিষেধাজ্ঞার আদেশ না হলে বাদীর অপূরনীয় ক্ষতি হবার কোন সম্ভাবনা নেই। কাজ বন্ধ থাকলে বিদেশী অর্থায়নের টাকা ফেরত যাবার সম্ভবনা তৈরী হবে। ফলে দেশের অপূরণীয় ক্ষতি হইবে। বাদী চট্টগ্রাম ওয়াসা কে পক্ষ করলেও প্রকল্প বাস্তবায়নকারী ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কে বিবাদী শ্রেনীভুক্ত করেননি। বাদী পরিস্কারে হাতে অত্র মামলা করেননি। বাদীপক্ষ মিথ্যা উক্তিতে অত্র মামলা আনয়ন করেছেন। বিবাদীপক্ষ দাবি করেন যে দরখাস্তকারীপক্ষ তার প্রাইমা ফেসি কেস প্রতিষ্ঠা করতে পারেননি এবং তুলনামূলক সুবিধা অসুবিধার ভারসাম্য দরখাস্তকারীপক্ষের প্রতিকুলে বিধায় নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নামঞ্জুরযোগ্য।

উপরিউক্ত বক্তব্য ও দাখিলীয় কাগজাদি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, নিষেধাজ্ঞার দরখাস্তে বর্নিত তফসিলোক্ত নালিশী বি এস ২২৫৭ দাগ ভুমির মালিক শিকলবাহা অহিদিয়া ফাজিল (ডিগ্রী)

মাদ্রাসা হয় এবং মাদ্রাসার নামে পি এস ও বি এস খতিয়ান ছড়ান্ত প্রচার আছে। বাদীপক্ষ তফসিলোক্ত ভুমিতে পি এস জরিপ আমল হতে নিবির্ঘ্নে ভোগদখলে থাকার দাবি করেছেন। অপরদিকে বিবাদীপক্ষ উক্ত বি এস ২২৫৭ দাগ ভুমি চট্টগ্রাম জেলা পরিষদের মর্মে দাবি করেন। কথিত **ভান্ডাল জুড়ি পানি সরবরাহ প্রকল্প** বাস্তবায়নের স্বার্থে জেলা পরিষদ উক্ত দাগের ভুমি চট্টগ্রাম ওয়াসা কে ৩,২৬,৮৭৫/- টাকা লীজ মানির বিনিময়ে অস্থায়ী ইজারা প্রদান করে। বিবাদীপক্ষ কৃর্তক দাখিলী ১৪/১১/২০২৩ ইং তারিখের পত্রাদেশ পর্যালোচনায় উক্তরুপ ইজারা প্রদানের সত্যতা পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ উক্ত নালিশী ২২৫৭ দাগের ভুমি কিভাবে প্রাপ্ত হয়েছে তৎ বিষয়ে বিবাদী-প্রতিপক্ষ হতে কোন সদুত্তর মেলেনি এবং তৎসমর্থনে কোন দালিলিক প্রমাণও দেখাতে পারেননি। জেলা পরিষদ কৃর্তক নালিশী দাগের পুকুর ভুমি চট্টগ্রাম ওয়াসার অনুকুলে অস্থায়ী ইজারা প্রদানের বিষয়টি সম্পূর্ন বে-আইনী ও এখতিয়ার বহির্ভূত হয়েছে বলে আমি মনে করি। পক্ষান্তরে বাদীপক্ষ কর্তৃক দাখিলীয় বি এস ৬০৬ নং খতিয়ান হতে স্পষ্ঠত প্রতীয়মান যে নালিশী বি এস ২২৫৭ দাগের ভুমির একক মালিক উক্ত শিকলবাহা সিনিয়র মাদ্রাসা এবং দাখিলীয় ভুমি উন্নয়ন কর রশিদ এবং সহকারী কমিশনার (ভুমি) কর্নফুলী প্রদত্ত প্রত্যয়নপত্র দ্বারা ইহা প্রমাণিত যে উক্ত ভুমিতে বর্তমানে মাদ্রাসার স্বত্ব ও দখল বিদ্যমান রয়েছে। সুতরাং বাদীপক্ষ তাহার প্রাইমা ফেসি কেস প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

এখন প্রশ্ন হলো, অত্র মামলায় বাদীপক্ষে প্রাইমা ফেসী কেস থাকলেও বাদীপক্ষ নিষেধাজ্ঞার আদেশ পাবার হকদার হবেন কিনা ? উভয়পক্ষের বক্তব্য হতে দেখা যায়, **সরকারের এসডিজি ৬ বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে সকল নাগারিকের জন্য নিরাপদ ও সুপেয় পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে তথা দক্ষিন চট্টগ্রামের কর্নফুলী আনোয়ারা বোয়ালখালী ও পটিয়া উপজেলাধীন বসবাসকারী সুবিশাল জনগনের নিরবিচ্ছিন্ন পানি সরবরাহ নিশ্চিত করার জন্য চট্টগ্রাম ওয়াসা কর্তৃক ভাঙ্গাল জুড়ি পানি সরবরাহ প্রকল্প গ্রহন করা হয়েছে। প্রতীয়মান হয় যে উক্ত ভাঙ্গাল জুড়ি পানি সরবরাহ প্রকল্প সরকারের একটি উন্নয়নমূলক পলিসি এবং উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়নের সহিত রাষ্ট্রীয় স্বার্থ ও একটি বিশাল জনগোষ্ঠির জন্য বিশুদ্ধ পানি সরবরাহের বিষয় জড়িত রয়েছে।** চট্টগ্রাম ওয়াসা Taexoung Engineering and Construction Co. Ltd **নামীয় ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন করে আসিতেছে। উক্ত প্রকল্পের কাজের অংশ হিসাবে নালিশী বি**

এস ২২৫৭ নং দাগে পুকুর খনন ও পাইপ লাইন স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে এবং বাদীপক্ষের স্বীকৃত মতে সেখানে পুকুর খনন ও পাইপ লাইন বসানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। বাদীপক্ষের প্রাইমা ফেসী কেস বিবেচনা নিয়ে যদি এ পর্যায়ে নিষেধাজ্ঞা আদেশ হয় তাহলে স্বাভাবিকভাবেই প্রকল্পের কাজ বাধাগ্রস্থ হবে এবং প্রকল্প সাহায্য হিসাবে পাওয়া বিশাল অংকের টাকা ফেরত যাবার সম্ভাবনা তৈরী হবে। এতে করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ করা হুমকির মুখে পড়বে। উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্ভবপর না হলে সরকারের এসডিজি ৬ লক্ষ্যপূরণ বাধাগ্রস্থ হবে এবং সর্বপরি দক্ষিন চট্টগ্রামের কর্নফুলী আনোয়ারা বোয়ালখালী ও পটিয়া উপজেলাধীন বসবাসকারী সুবিশাল জনগোষ্ঠী নিরাপদ ও সুপেয় পানি সরবরাহ হতে বঞ্চিত হইবে বলে আমি মনে করি। ইহা এখন সুপ্রতিষ্ঠিত নীতি যে সরকারের উন্নয়নমূলক কাজ বাধাগ্রস্থ হতে পারে এমন ক্ষেত্রে নিষেধাজ্ঞা আদেশ প্রদান করা সমীচীন নহে। এ বিষয়ে মহামান্য আপীল বিভাগ **17 BLT(AD) 137** এ প্রকাশিত **Executive Engineer, Water Development Board and Ors. Vs Md Moktaruddin and Ors** মামলার গৃহীত সিদ্ধান্ত প্রনিধানযোগ্য। উক্ত রায়ে মহামান্য আপীল বিভাগ যে মন্তব্য ও সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন তা আলোচনার সুবিধার্থে উল্লেখ করা হলো---“ **The Consideration weighed by the court in considering the prayer of an order of injunction are whether there is bonafide in making the prayer, whether because of an order of injunction any development project/work would be hampered, Whether an order of injunction would defeat the national cause and that in case of an order of injunction people in general or people of particular area would be seriously prejudiced or would suffer immense loss and that loss likely to suffer in case of an order of injunction would out weigh the loss that may be suffered by the party seeking injunction if not granted, that there is prima facie title or genuine claim of the party seeking an order an injunction in the subject matter of the**

suit – that in equity and good conscience the plaintiff is entitled to an order of injunction .

In a case where any of the aforesaid matters is against the party seeking an order of injunction or that cumulative effect of more than one factor as stated above out weigh the loss of the party seeking injunction in that case the court would always be reluctant in making an order of injunction. In a case where national interest out weighs personal interest/gain or profit or in other words where national loss because an order on injunction would out weigh the individual loss, the prayer for injunction is certainly meritless.

সার্বিক পর্যালোচনা ও উপরিউক্ত মামলার সিদ্ধান্তের আলোকে আমার সুচিন্তিত অভিমত হলো নালিশী ভুমিতে বাদীর স্বত্ব বা স্বার্থ থাকলেও এখানে ব্যাক্তি স্বার্থের চেয়ে রাষ্ট্রীয় স্বার্থ অধিকতর প্রাধান্য পাইবে। যদি নিষেধাজ্ঞার আদেশ মঞ্জুর হয়, তাহলে চট্রগ্রাম ওয়াসা কর্তৃক বাস্তবায়িত কথিত প্রকল্পের কাজ বাধাগ্রস্থ হবে; এতে যেমন জাতীয় স্বার্থহানি ঘটবে তেমনি দক্ষিন চট্টগ্রামের সুবিশাল জনগোষ্ঠী নিরাপদ ও সুপেয় পানি সরবরাহ হতে বঞ্চিত হইবে। ইহাতে দেশ ও উক্ত জনগোষ্ঠীর যে পরিমান ক্ষতি হবে তার পরিমান নিষেধাজ্ঞার আদেশ মঞ্জুর না হওয়ায় বাদীর ক্ষতির চেয়ে অধিকতর হইবে বলে আমি মনে করি। উক্ত প্রেক্ষিতে বাদীর আনীত নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত মঞ্জুরযোগ্য নয় বলে আমি বিবেচনা করি।

ইহা অস্বীকার করার উপায় নেই যে প্রকল্পের কাজের অংশ হিসাবে নালিশী ভুমিতে পুকুর খনন বা পাইপ লাইন স্থাপিত হলে নালিশী ভুমির আকার প্রকৃতি ও তথায় স্থিত অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্থ হইবে। তবে বাদীর উক্ত ক্ষতি অর্থ দিয়ে পূরণ সম্ভব বলে আমি মনে করি। বিবাদীপক্ষের দাখিলী প্রকল্প অনুমোদন আদেশ হতে দেখা যায়, ১০ ও ২০ নং ক্রমিকে প্রকল্প টি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পাইপ লাইন স্থাপনের ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ ও অধিগ্রহন/ক্রয়ের জন্য পৃথক ব্যয় বরাদ্দ রাখা হয়েছে। এক্ষেত্রে বাদীর স্বত্ব দখলীয় নালিশী ২২৫৭ দাগের ভুমি প্রকল্পের স্বার্থে ব্যবহারের সিদ্ধান্ত হলেও

উক্ত দাগের কোন ভূমি অধিগ্রহন/ ক্রয় করা হয়েছে বা বাদীপক্ষ কে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হয়েছে মর্মে দৃষ্ট হয়নি। এদিকে বিবাদীপক্ষ নালিশী দাগ ভূমি চট্টগ্রাম জেলা পরিষদ কর্তৃক ৩,২৬,৮৭৫/- টাকা লীজ মানির বিনিময়ে চট্টগ্রাম ওয়াসা কে অস্থায়ী ইজারা প্রদানের দাবি করলেও উক্ত ইজারা প্রদানের বিষয়টি আমার নিকট বে-আইনী ও এখতিয়ার বর্হিভূত মর্মে প্রতীয়মান হয়েছে। যেহেতু নালিশী ২২৫৭ দাগের পুকুর ভূমি বাদী মাদ্রাসার একক স্বত্বীয় ও দখলীয় ভূমি হয় সেহেতু প্রকল্পের স্বার্থে পুকুর খনন বা পাইপ লাইন স্থাপনের ফলে বাদীপক্ষের সম্ভাব্য যে ক্ষতি সাধিত হবে উহার উপযুক্ত ও যৌক্তিক ক্ষতিপূরণ চট্টগ্রাম ওয়াসা বা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্তৃপক্ষ হতে বাদীপক্ষ আইনত দাবির সুযোগ আছে বলে আমি মনে করি ।

সার্বিকা বিবেচনায় অত্র মামলায় বাদীপক্ষের প্রাইমা ফেসী কেস থাকলেও সুবিধা অসুবিধার ভারসাম্য বিবাদীপক্ষের অনকুলে এবং নিষেধাজ্ঞার আদেশ না হলে বাদীপক্ষের অপূরনীয় ক্ষতির কোন সম্ভাবনা না থাকায় বাদীপক্ষ কর্তৃক আনীত অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নামঞ্জুরযোগ্য মর্মে সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

অতএব

আদেশ হয় যে,

বাদীপক্ষ কর্তৃক আনীত গত ১২/০২/২০২৪ ইং তারিখের অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত দো-তরফা শুনানীঅন্তে বিনা খরচায় নামঞ্জুর করা হলো।

উপরিউক্তভাবে অত্র নিষেধাজ্ঞার দরখাস্ত নিষ্পত্তি করা হলো।

আগামী ---------- ইং মামলা রক্ষনীয়তা শুনানী।

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ,
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম

মোঃ হাসান জামান
সিনিয়র সহকারী জজ,
সিনিয়র সহকারী জজ, ২য় আদালত,
পটিয়া, চট্টগ্রাম